

বিবর্তনবাদ

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ও সমালোচিত বিষয় গুলোর মধ্যে একটি হলো বিবর্তনবাদ। বিবর্তনের বিষয়টি ৯ম শতাব্দীর মুসলিম পন্ডিত আল-জাহিহি তার "কিতাব আল-হায়াওয়ান" (প্রাণি পুস্তক) গ্রন্থে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

প্রাণীরা অস্তিত্বের জন্য ও সম্পদের জন্য, ভক্ষণ হওয়া থেকে এড়াতে এবং বংশবৃদ্ধির জন্য লড়াই করে... পরিবেশগত কারণগুলো জীবকে বেঁচে থাকা নিশ্চিত করার জন্য নতুন বৈশিষ্ট্য বিকাশে প্রভাবিত করে, এইভাবে এগুলো তাদের নতুন প্রজাতিতে রূপান্তরিত করে। যে প্রাণীরা বংশবৃদ্ধির জন্য বেঁচে থাকে তারা তাদের সফল বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের সন্তানদের কাছে প্রেরণ করতে পারে।

— আল-জাহিহি, প্রাণিপুস্তক

এর আগে গ্রিক দার্শনিক ও প্রাণিবিজ্ঞানী এরিস্টটল প্রকৃতিতে উন্নত জীবের কথা বলেন। তিনি বলেন জীবজগতে বিভিন্ন জীবের ভিতর একশ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর জীব থেকে উন্নত। জীব গুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তনের মাধ্যমে ক্রমগত পরিবর্তিত এবং রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে।

এরিস্টটলের উন্নত জীবের উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, জিরাফের পূর্ব পুরুষের থেকে তার বর্তমান উচ্চতা বেশি।

এর পরবর্তীতে এম্পিডোক্লিস প্রকৃতিতে যোগ্যতমে আকরিক সৃষ্টি এবং অযোগ্যের বিলুপ্ত সম্বন্ধে ধারণা দেন। তাকে বিবর্তনের জনক বলে অভিহিত করা হয় আবার বিজ্ঞানী জেনোফেন সর্বপ্রথম ফসিল বা জীবাশ্ম আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, জীবদেহের আকার অপরিবর্তিত নয়। অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহে গঠনের যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

তবে বিবর্তনের সবচেয়ে বিখ্যাত মতবাদটি দেন বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন। তিনি ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর H.M.S Beagle নৌজাহাজে একজন অবৈতনিক প্রকৃতিবিদ হিসাবে দক্ষিণ আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের ডেভেন পোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করেন। তিনি প্যাটাগোনিয়া, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে জরিপ চালান। এরপরে তিনি ১৮৫৯ সালের ২৪ শে নভেম্বর তার বিখ্যাত "on the Origin of species by means of Natural Selection" গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত বিবর্তন সমূহ

(১)অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি: ডারউইনের মতে, অত্যাধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সতজাত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক হারে জীবের বংশবৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে ৭৩০০০০ টি বীজ পাওয়া যায়। এই বীজ থেকে প্রতি বছর ৭৩০০০০ টি নতুন সরিষা গাছ জন্মানোর জিভে জ্যামিতিক ঘাড়ে বংশবিদ্যা ঘটায় অপরদিকে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় চিপ বেঁচে থাকার জন্য কঠিন কথা কিন্তু বাস্তবে তা হয় না।

(২)অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম:জীবের জ্যামিতিক হারে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় এবং বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে জন্য কঠিন প্রতিযোগিতা সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন একে, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম বইয়ের অবহিত করেছেন।

(৩)আলু: প্রজাতিক সংগ্রাম: ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায় অন্যদিকে সাপ ব্যাঙদের খায়। এখানে জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য -খাদক সম্পর্কে একটি নির্ধারিত জীবন সংগ্রাম গড়ে উঠেছে।

(৪)পরিবেশের সাথে সংগ্রাম: বন্যা,খরা,ঝর বালিঝড়, ভূমিকম্প অগ্নিপাত এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশে জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। যার কারণে জীব প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,উওর ও মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচন্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের মূল কথাই হচ্ছে প্রকৃতিতে যোগ্যরা টিকে থাকবে এবং অযোগ্যরা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা মনে করি ডারউইন বিবর্তন বলতে শুধু বানার থেকে মানুষের আসার কথাটি বলেছেন। চার্লস ডারউইন মন্তব্য ছিল মানুষের আবির্ভাব বানোর থেকে হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। এটা ছিল ডারউইন এর একটি ধারণা।

একই ভাবে মানুষ অতীতে ধারণা করতো যে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্য সহ অন্যান্য সকল গ্রহ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পরবর্তীতে নিকোলাস কোপার্নিকাস প্রমাণ করেন যে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর সহ অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণ করে।

তাই একটি ধারণাকে যেমন বাস্তব বলে স্বীকার করা যাবে না তেমনি বিজ্ঞানের একটি মহান আবিষ্কার কে অস্বীকার করা যাবে না। প্রাণের আবির্ভাব কিভাবে ঘটলো??

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে প্রায় 260 কোটি বছর আগে পৃথিবী বায়ুমণ্ডলের প্রচুর পরিমাণ মিথেন, অ্যামোনিয়াম, হাইড্রোজেন, সালফেট, জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ছিল। কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিলনা। এরপর অহরহ অক্সিজেনের অল্প পাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটল এবং বজ্রপাত এবং অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই যৌগ পদার্থ গুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। পরে অ্যামাইনো এসিড ও নিউক্লিক এসিড মিলিত হয়ে নিউক্লিও প্রোটিন অনু সৃষ্টি করে। এই নিউক্লিও প্রোটিন উৎপত্তির ঘটনাকে "Chemical Evolution" বলা হয়। জীবের আবির্ভাব এর পরবর্তী ঘটনাটি "Organic Evolution" নামে পরিচিত।

নিউক্লিয়ার প্রোটিন থেকে সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটি অবস্থা নির্দেশ করে যা জীব এবং জ্বরে মধ্যবর্তী অবস্থা। এরপরে উদ্ভব হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরো পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদের আদি কোষও বলা হয়। এরপর প্রোটোজোয়াদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহ সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল। এর ফলে যেমন খাদ্য সংশ্লেষণ সম্ভব হলো, তেমনি খাদ্য সংশোধন উপজাত হিসেবে অক্সিজেন তৈরি হলো। তখন সবাত স্বসনকারী জীবদেহের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহু কোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণীর দুটি ধারা জীবের বিবর্তন শুরু হল। এখানে বিশ্বের সকল বিজ্ঞানী একমত যে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব ঘটেছে সমুদ্র থেকে।।

তাহলে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কে ইসলাম কী বলে??

মহান আল্লাহ তায়ালা সূরা নূরের আয়াত নাম্বর ৪৫ এর বলেছেন, "আল্লাহ সমস্ত চলন্ত জীব-জন্তু সৃষ্টি করেছেন পানি হতে, ওদের কতক বুকু ভর দিয়ে চলে, কতক দুপায়ে ভর দিয়ে চলে এবং কতক চারপায়ে ভর দিয়ে চলে, আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান"

উল্লেখ মহান আল্লাহ তায়ালা এখানে চতুর্দপতী জীব-জন্তুদের বুমিয়েছেন।